প্রথম আলো

4 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বিক্রি, আঙুল উপাচার্যের দিকে

মোশতাক আহমেদ, খুলনা থেকে ফিরে ●

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এক আত্মীয় এবং ভূসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁর আস্থাভাজন এক কর্মকর্তা জালিয়াতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ জমি কিনে তা ভরাট করেছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ১৫ ব্যক্তি একই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলিস্বত্বের জমি রেজিস্ট্রি কবলা দেখিয়ে উল্টো মামলা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হাতছাড়া হওয়ার অভিযোগ ওঠার পর উপাচার্যের নির্দেশে গঠন করা তদন্ত কমিটি এই অনিয়ম চিহ্নিত করেছে। ওই কমিটির প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, জমি-সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য উপাচার্য সাইফুদ্দিন শাহ পুরোপুরি দায়ী।

উপাচার্য ছাড়াও অভিযুক্ত তিনজন হলেন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া উপ-রেজিস্ট্রার (ভূসম্পদ ও নিরাপত্তা) মো. আলী আকবর ও তাঁর স্ত্রী মমতাজ জাহান (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক) এবং অবসরোত্তর ছুটিতে থাকা পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জহুরুল হক। তদন্ত কমিটি উপাচার্যসহ এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হাতছাড়া হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অস্থিরতা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বিক্রি, আঙুল উপাচার্যের দিকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জালিয়াতির প্রতিবাদে সচেতন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যানারে একটি অংশ কয়েক দিন ধরে ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট করেছে। তারা বলছে, যে উপাচার্যের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নিরাপদ নয়, তাঁর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। এ জন্য তাঁকে দ্রুত অপসারণ করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

অন্যদিকে উপাচার্যের পক্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি অংশ বলছে, এই ঘটনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে তারাও পাল্টা কর্মসূচি পালন করছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন ভর্তি পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে গত মঙ্গলবার।

জানতে চাইলে উপাচার্য মো. সাইফুদ্দিন শাহ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, জমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলিস্বত্ব ছিল। কিন্তু মালিকেরা তাঁদের পক্ষে খারিজ করে নেন। এরপর সেই জমি বিক্রি হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে জমিটি এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে আছে বলে দাবি করেন উপাচার্য।

বিষয়টিকে উপাচার্য গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আমি দেখার আগেই কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল।'

প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির প্রধান একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য সঞ্জয় কুমার অধিকারী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা তদন্ত প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। তদন্তে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাপে দেখা গেছে, যে জমি বিক্রি করা হয়েছে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই জমি।'

কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বিক্রি করার অভিযোগ উঠলে কর্তৃপক্ষ গত ১৯ জুন তদন্ত কমিটি গঠন করে।

কমিটি সরকারি ও বেসরকারি সার্ভেয়ার নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো জমি মাপার উদ্যোগ নেয়। এতে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জমি ১০৫ একর ৭৫ শতাংশ।

তদন্তে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্কুলের কাছে ৩৪ ও ১৬০ দাগে জমি উপাচার্যের আত্মীয় গোলাম ফারুক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলী আকবরের স্ত্রী মমতাজ জামান কিনেছেন। আলী আকবরের স্ত্রীর নামে পাঁচ লাখ ৭০ হাজার টাকায় কেনা হয় প্রায় ৭ শতাংশ জমি। আলী আকবর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। তদন্ত শুরুর পর চাপের মুখে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আলী আকবর *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে থাকলেও তা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে থাকা জমি কেনার মধ্যে অন্যায় খুঁজে পাননি তিনি।

উপাচার্যের আত্মীয় গোলাম ফারুক কিনেছেন ৮ শতাংশের কিছু বেশি জমি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি মেপে প্লট করে বিক্রি ও মাটি ভরাটের বিভিন্ন পর্যায়ে জহুরুল হক ও আলী আকবর সরাসরি একই সঙ্গে কাজ করেছেন। মাটি ভরাটকালে কোনো কোনো সময় উপাচার্য সাইফুদ্দিন শাহ ঘটনাস্থলে আলী আকবরের সঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন।

কমিটি বলেছে, উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বিক্রি ও মাটি ভরাটের বিষয়ে অবহিত হয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িমসি করেন, যা তাঁর জবানবন্দি থেকে প্রমাণিত। এতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ আর এম মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যে উপাচার্যের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নিরাপদ নয়, তাঁর অধীনে আর কাজ করা সম্ভব নয়।'

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা জানান, জমি বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ গতকাল বুধবার পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করেছে। এর মধ্যে একপর্যায়ে দাবিদাওয়া নিয়ে দুপুরে দুই পক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের কার্যালয়ে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গতকাল মানববন্ধন শেষে উপাচার্যবিরোধী পক্ষ সহ-উপাচার্য মো. ফায়েকুজ্জামানের কক্ষে উপস্থিত হয়ে উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণাসহ সব ধরনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে তাঁকে বিরত রাখার দাবি জানায়। একই সঙ্গে শিক্ষক ও ডিনদের দেওয়া 'কারণ দর্শাও' নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

এ সময় অপর পক্ষ ওই কক্ষের সামনে উপস্থিত হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে প্রশাসনিক ভবনের বারান্দায় দুই পক্ষ উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় সহ-উপাচার্যের হস্তক্ষেপে এক পক্ষ স্লোগান দিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

পরে শিক্ষক সমিতির সভাপতি এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি অংশ উপাচার্যের কক্ষে প্রবেশ করে তাদের দাবি জানায়।

সহ-উপাচার্য ফায়েকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পৃথকভাবে তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই দুই পক্ষকে আরও সহনশীল হতে হবে।